যায়যায়দিন

তারিখ 21 FEB 2009

# একুশ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-

তারাপদ আচার্য্য

'স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি
উজ্জ্বল সভা।'

একুশ আমার কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে মাকে মা বলে ডাকার অধিকার। আমার সন্তান আজ আমাকে 'বাবা' বলে ডাকে সেটা একুশেরই জন্য। পৃথিবীতে অনেক ভাষা প্রচলিত থাকলেও মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য, একমাত্র বাঙালি জাতিই বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে অধিকার। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এর সঙ্গে বাঙালির গৌরব ও বেদনার ইতিহাস জড়িত রয়েছে। মাতৃভাষার যথার্থ মর্যাদা আদায়ের জন্য কয়েকজন তরুণকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল বলে এ দিনটি বেদনার রক্তে রঙিন। আবার ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের পথে বাঙালি তার স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে বলে এ দিনটি জাতীয় জীবনে একান্ত গৌরবের। প্রকৃতপক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার আদায়ের বলিষ্ঠ সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও বাঙালিদের অভিপ্রেত মুক্তি যে আসেনি তার প্রমাণ ভাষা আন্দোলন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন আসে ভারতে। পাকিস্তানের জন্য সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নের শুরুতে বিশেষ করে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন (১১ শ্রাবণ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। এভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল।

বাংলার জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই যখন নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিস নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৪৭ সালের নভেম্বরে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল-

বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি- বাংলা ও উর্দু।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা বিশেষ করে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।...অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। এ বছরই ঢাকা শহরে সফরে আসেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। ২১ মার্চ তিনি রেসকোর্সের ময়দানে ও ২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এই দুই বক্তৃতায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেন। তার বক্তৃতার প্রতিবাদ জানায় ছাত্ররা। মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে সমর্থন করেন ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন।

এ সময় ভাসানীর সভাপতিত্বে এক প্রতিনিধি সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট-অধিবেশনের প্রথমদিন। ঠিক হয়, ওইদিন পরিষদ ঘেরাও করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পাস করাতে হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি না এ নিয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের দীর্ঘ বিতর্ক চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পরামর্শ দেয়া হবে, তবে সভায় যদি এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আপনাআপনি ভেঙে যাবে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবন (এখনকার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পূর্বাংশ) প্রাঙ্গণ ভরে যায় সর্বশ্রেণীর মানুষের উপস্থিতিতে, তবে ছাত্র



**৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি নামের নামকরণ হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতের আত্মদানে বাংলা পেয়েছিল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আজ আমরা সাফল্য-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনার মাঝে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপন করছি। একুশের চেতনা জাতি হিসেবে আমাদের ওপর যে দায়বদ্ধতা অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি এবং এটাই আমাদের করণীয়।**

ছাত্রীরাই ছিল তার প্রধানশক্তি। ভাষা সৈনিক গাজীউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঠিক হয় যে, দশজনের একেকটি দল রাস্তায় নেমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীদের দল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়, অনেককে দূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছাত্রদের ওপরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ক্রমে পশ্চিম দিকে সরে এসে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে জমায়েত হয়, সেখান থেকে পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল) ছিল খুবই কাছে। বিক্ষোভকারীদের দমন না করতে পেরে পুলিশ গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনের মৃত্যু এবং বহুজন আহত হয়।...

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিবর্ষণে তাৎক্ষণিকভাবে এবং পরে শহীদ হন বলে যাদের কথা আমরা জানি, তারা হলেন- আবুল বরকত (২৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ শ্রেণীর ছাত্র। আব্দুল জব্বার (৩১) কারো কারো মতে দরজি। সালাম- সরকারি অফিসের পিওন। রফিক উদ্দিন আহমদ মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং ঢাকায় পিতার প্রেস পরিচালনায় যুক্ত। শফিউর রহমান (৩৩) ঢাকা হাইকোর্টের কেরানি। অহিদউল্লা (৮/৯) রিকশা চালক।

পাকিস্তান জন্মের আগ থেকেই ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার বিপরীতে এই দেশের তরুণ শিক্ষিত প্রজন্মসহ সবস্তরের মানুষ সংগঠিত হয়েছিল। ৫২-তে এসে তাই রক্তঝরা ইতিহাসে পরিণত হলো। এ সময় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে রাজবন্দি মুনীর চৌধুরী ২১ ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে রচনা করেন প্রথম নাটক 'কবর'। কবর মঞ্চস্থ করা হয় ১০/১২টি হারিকেন জ্বালিয়ে ওই কারাগারেই। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন কারাবন্দিরাই। আর এ সময়েই রচিত হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর বিখ্যাত গান-

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি...'

আর এই ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণাই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। একুশের প্রেরণা থেকে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ঘটে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বাঙালির সংগ্রামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শোষকের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। ফলে, বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। তাই বলা চলে, একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে। সর্বোপরি ২০০০ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মানকে সমুজ্জ্বল করে।

২০০২ সালেই উদযাপিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী। চার বছর আগ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হচ্ছে বিশ্বে। এর পেছনে রয়েছে কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী। এরা ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে চিহ্নিত করে। তারা ২১ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্যও তুলে ধরে। বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীর এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন দশজন, যারা সাত জাতি ও ভাষার মানুষ ছিলেন। তারা যথাক্রমে আলবার্ট ভিনজন, কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মোরিন, সুসান হজিন্স (ইংরেজ), ড. ক্যালভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (ক-চি), রেনাটে মার্টিনস (জার্মান) করুণা জোসি (হিন্দি), রফিকুল ইসলাম, আবদুল সালাম (বাংলা)।

জাতিসংঘ চিঠি পাওয়ার পর তাদের অবগত করেন যে, চিঠি দিতে হবে ইউনেস্কোকে। রফিকুল ইসলাম এরপর টেলিফোনে ইউনেস্কোর প্যারিসের অফিসে যোগাযোগ করেন। সেখানকার ভাষা বিভাগের আন্না মারিয়া ইতিবাচক উত্তর দেন। তিনি জানান, ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি উত্থাপনের সুযোগ নেই। পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্থাপন করতে হবে। তিনি পরিচালনা পরিষদের কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের ঠিকানা দেন। তার প্রেরিত ঠিকানায় বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, ফিনল্যান্ড ও হাঙ্গেরির কথা বলা হয়। মারিয়া জানিয়েছিলেন, ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হলে কয়েকটি সদস্য দেশের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

আন্না মারিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী রফিকুল ইসলাম ১৯৯৯ সালের ২৩ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিঠি পাওয়ার পর যথাসম্ভব তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন ও ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিদের সামনে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অবশেষে সব সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিতে ১৭ নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি নামের নামকরণ হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতের আত্মদানে বাংলা পেয়েছিল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আজ আমরা সাফল্য-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনার মাঝে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপন করছি। একুশের চেতনা জাতি হিসেবে আমাদের ওপর যে দায়বদ্ধতা অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি এবং এটাই আমাদের করণীয়।

তারাপদ আচার্য্য : কলাম লেখক।